শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

প্রকাশক—

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

১৩১৮



মূল্য চারি আনা মাত্র।

# উৎসর্গ।

---

যিনি আমাকে ভালবাসেন,—যাঁহার স্নেহ ভালবাসাময় শুভ দৃষ্টি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য,—যাঁহার প্রীতি-পবিত্র মধুর-কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণে কৃতার্থ রহি,—যাঁহাকে ভালবাসিয়া ভালবাসার উচ্চসম্পাদে সমৃদ্ধ হইয়াছি,—যাঁহার সাদর সম্ভাষণ আমার দুস্থ হৃদয়ে শান্তির ললিত-সুন্দর আলেখ্য মুদ্রিত করিয়া দেয়; আজ তাঁহারই করকমলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানা, ভালবাসার অযোগ্য প্রতিদান রূপে প্রদত্ত হইল।

ঢাকা,
১৩১৮ সন, শ্রাবণ

চির স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী।
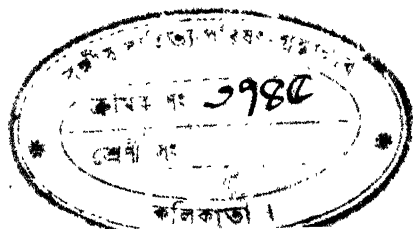
# নিবেদন।

আমি কবিও নহি, গায়কও নহি। তবে, সঙ্গীত রচনা করিবার একটু সাধ ছিল, তাই কষ্ট করিয়া দুই চারিটা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। কিন্তু, উহা গায়কের চিত্ত বিনোদনের কতদূর উপযুক্ত হইয়াছে, সহৃদয় গায়কই তাহা জানেন।

সঙ্গীতে আমার অধিকার নিতান্ত অল্প, তাই উহার তাল ও রাগিণী সংযোগ কতক পরিমাণে পরের সাহায্যে হইয়াছে। এমতাবস্থায়, সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ সুর-সংযোগ করিয়া লইলেই বোধহয় ভাল হইবে।

গ্রন্থকার।
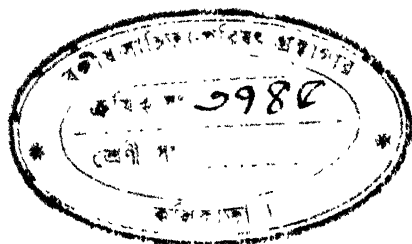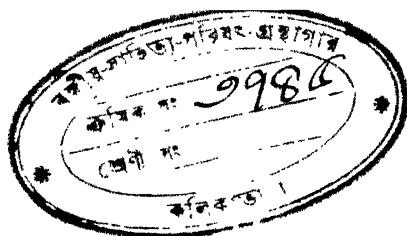
# শান্তি।

---

## প্রিয়জন।

আমার হৃদয়ের প্রীতি কুসুমের মালা  
কা'র গলে, প্রভু, পরা'ব গো!  
আমি, কা'রে হাসিমুখে পরশি' পুলকে  
হৃদয়ের কথা কহিব গো!

কে মোরে ভাবিবে আপনার জন,  
কে আমার মনে ঢালিবে মন,  
কে আমার দুখ-কণ্টক-বনে,  
শান্তি-মাধুরী ঢালিবে গো!

শান্তি।

কা'র চারুমুখ-সুহাস নিরখি',
জুড়াইবে চির পিপাসিত আঁখি,
কা'র স্নেহ-নীর-অতল-গভীরে,
ডুবিবে অলস হৃদয় গো !

কে ভাঙ্গিবে মোর মোহ-খেলা-ঘর,
কে দেখাবে সেই অমিয়-নিঝর,
শান্তি যেথানে আপনি ডাকিয়া,
নিরাশে জাগায়ে তোলে গো।

——:*:——

ঝিঁঝিট—একতালা।

# পুণ্য-ভূমি।

পুণ্য-মহিম-শান্তি-সলিল-ধৌত তোমারি সদনে,
মোরে নেওগো বিভু সেথানে।
যেথা, উড়িছে বিজয় কেতু তোমারি,
আলোড়ি' নীরব বিমানে।

যেথা, কুসুম-মধুর-গন্ধ
করে, তব প্রেমে প্রাণ অন্ধ,
সান্ধ্য-ললিত-কুজন-মাধুরী
করে প্রাণ প্রীতি-বন্ধ,
যেথা, বাক্য তোমারি গাহিছে মহিমা,
চিত চির-নত চরণে।

আর, সহেনা এদেশ দুঃখ,
যেথা স্বার্থ-বচন রুক্ষ,
বিঁধিছে নিয়ত দগ্ধ শলাকা,
ভুলায়ে রেখেছে মোক্ষ,
তাই, লহ কোলে তুলি প্রভু গো আমার,
ভু'লে যাই মোহ-শাসনে।

---

পিলু—খেম্‌টা।

## আর কেন।

কেন ভু'লে তাঁরে, আছরে আঁধারে,
বারেকের তরে তাঁরে ভেবে দেখ মন।
ধন জন পরিবার, সকলই জে'নো অসার,
অনিত্য মায়া-কুহকে করিছ ভ্রমণ।

ক্ষণেক দামিনী যথা জলধর-ক্রোড়ে,
রাখিতে পারিতে যদি তাঁরে হৃদাধারে,
দূরে যে'ত পাপাচার,
বৃথা বিষয়-বিকার,
অনন্ত সুখসম্পদ হইত বিধান।

ভালবেসে দেখিয়াছ জগত-সংসারে,
পেয়েছ কি ভালবাসা বাসনি যাহারে?
প্রতিধ্বনি বনে যথা,
শুনা যায় নিজ কথা,
সংসারের ভালবাসা জানিও তেমন।

শান্তি।

বিদেশে দুর্গম পথে বন্ধু সবে সবাকার,
সংসারের ভালবাসা তেমতি জানিও সার,
তাই বলি ওরে মন,
ওপদে প্রাণ অর্পণ
কর, তবে দূরে যাবে এভব-দহন।

---

ভৈরবী—কাওয়ালি

৫

# বিবর্ত্ত।

দু'দিনে সব ফুরায়ে যায়!
প্রমোদের বিলাস লীলা,
প্রলয়ের বিলয় খেলায়।

বাসনার মুগ্ধ-বাঁধন,
প্রণয়ের শান্তি সেচন,
সকলি যায় শুকায়ে,
নিরাশার শুষ্ক বেলায়।

সোহাগের মধুর গীতি,
বিরহের নিত্য ভীতি,
আপনি যায় গো ভেসে,
নূতনের নূতন ভাষায়।

চে'য়ে থাক্ বিধির পানে,
সুরু শেষ সব যে জানে,
বিকাশের নিয়ম ধ'রে,
নিত্য নূতন সব যে গড়ায়।

---

বেহাগ—খেমটা।

## কামনা।

ওরা জানে সুধু ছলনা।
ওরা আসি সদা কাছে,
বসি' হৃদি পাশে,
কহে আশা-মাখা বাসনা।

ওরা মুগ্ধ-মধুর রাগে,
হৃদি মাঝে সদা জাগে,
কত সান্ত্বনা ভাষি,
অমিয়ের রাশি
দেখায়ে, নিকটে রহেনা।

ওরা কে'ড়ে নিয়ে প্রাণ চিত্ত,
হৃদয়-মধু-মহত্ত্ব,
ভালবাসা নীরে,
ডুবাইয়া ধীরে
চ'লে যায়, ফি'রে চাহেনা।

শান্তি।

ওরা প্রীতি-সুধা-মধু-বাচ্যে,
নেয়গো ওদেরি রাজ্যে,
শেষে পড়ি' মোহজালে,
লিখি নিজ ভালে,
শোক দুখ তাপ তাড়ণা !

প্রভো রহিব কি চির আর্ত্ত,
হবে কি বাসনা ব্যর্থ ;
ডুবাও আমারে,
স্নেহ-সুধা-নীরে,
ওরা, ভে'সে যা'ক পেয়ে যাতনা !

---

সিন্ধুমিশ্র—জলদ একতালা।

## অনুযোগ।

আমি ন'লে না জান্‌তেম নাথ,
তোমারো ছিলনা জানা ?
তব শান্তি পূর্ণ এ সংসারে,
সইতে হবে বিড়ম্বনা।

অসীম দয়া তোমার হেরি হে প্রভু লীলাময়,
মঙ্গল-আলয় তুমি, সর্ব্ব অমঙ্গল লয়,
সর্ব্বজীব-জীব তুমি,
তুমি প্রভু সর্ব্বময়,
তবে কি যে'চে এনেছি
তোমারি কলঙ্ক-কণা ?

কর্ম্মদোষে সবই ঘটে তবে যে তোমাকে কই ;
সুধু, বান্ধব দেখিনা কোথা, বলিতে তোমাকে বই ;
তাই, যা' যবে করাও মনে
বলি শ্রীপদ-সদনে,
এ যে, তোমার কথা তোমার কাছে
বলি, কেবল মন বোঝেনা।

---

এ মায়া প্রবঞ্চ ময়—সুর।

## অকৃতজ্ঞ।

আমায় তাড়াও তোমার রাজ্য হ'তে।
তুমি ভাঙ্গ আমার আশার বাসা,
শূন্য হৃদয়, পদাঘাতে।

আমি নিত্য পাপের পথে চলি,
কত দুখ তাপে জ্বলি,
তবু, প্রেমামৃত যাইগো ফেলি,
তুমি তু'লে দিলে আপন হাতে।

তুমি দিলে কত বন্ধু স্বজন,
কত পরকে এ'নে করলে আপন,
কত ভাঙ্গলে আশার অসার স্বপন,
তবু গো প্রাণ নাই তোমাতে!

কত রুদ্ধ দুয়ার দিলে খু'লে,
কত স্নেহের সুধা দিলে তু'লে,
তবু আমি রইলেম ভু'লে,
তোমার স্মৃতি-চিহ্ন নাইক'চিতে!

---

প্রসাদীসুর—পোস্ত।

# আনন্দ-বাজার।

আমার আনন্দ-বাজার।
সে যে চির-শান্তি-বিরাজিত
অখিল সংসার।

হেথা পেয়েছি যে আমি,
বান্ধব-জনম-ভূমি,
প্রণয়ের বিনিময়ে,
প্রণয় অপার।

হেথা জুড়াতে হৃদয়-ব্যথা,
প্রীতির অফুরন্ত কথা,
ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-স্মৃতি
শান্তি সুধাধার।

প্রভু দেহ চির জাগরণ,
যেন তোমারি চরণ
তোমারি আলয়ে ব'সে
ভাবি অনিবার।

---

বারোয়া—ঠেস্ কাওয়ালি।

## সঙ্কোচ।

আমি কোন্ লাজে আজ ডাকিব তোমারে,
চাহিব তোমারি করুণা।
আমার থাকিতে সময় চাহেনি হৃদয়
ভাবিতে তোমারি ভাবনা।

আশা দিয়ে যারা ডেকেছিল কাছে,
চলে গেছে তারা কোথা কোন কাজে ;
বলিতে আমার হায়, হৃদে বাজে,
আছে স্থধু স্মৃতি-তাড়ণা।

সাধে গড়া আশা হয়েছে গো শেষ,
ভেঙ্গেছে হৃদয়-মধুর-আবেশ,
নাহি গো এ প্রাণে শুভ আশা-লেশ,
আছে স্থধু ভীতি ভাবনা।

আমি তব স্নেহ-লিপি ফেলেছি মুছিয়া,
আশীষ-কিরণে রেখেছি ঢাকিয়া,
কলুষ-কল্মলে এনেছি ডাকিয়া,
গড়েছি হৃদয়-বেদনা।

আমি, কোন লাজে প্রভু বলিব তোমারে,
জাগ গো এ দীন-হৃদয়-তিমিরে,
জুড়াইতে প্রাণ সরস সমীরে,
মুছাতে আঁধার-কালিমা।

অসময়ে পড়ে মনে হ'ল আজ,
কেন ও চরণে করিব হে লাজ,
তুমি, সকল হৃদয়ে করিছ বিরাজ,
পূরুক তোমারি বাসনা।

---

ললিতা ভয়রো—একতালা

শান্তি।

## স্বপ্ন পুলক।

মাগো, স্বপন ফুরাল স্বপনে।
সে যে চপলা-চপল-খেলা নিশি যাপনে!

কত চারু মধুর আশা, শান্তি-শীতল ভাষা,
—কত আকুল সোহাগ গো—
জাগি, মরমে নিশি-শয়নে,
—আমায় ভুলায়ে রাখে গো—
আবার, সকলি ফুরায়ে যায় জাগরণে।

কেন এ বৃথা ছলনা, কেন নিরাশ-বাসনা,
—এত ভালবাসা কেন গো—
যাহে চাহিনি কভু জীবনে,
—তবু অধীর করে আমারে—
তাহে মুছিয়া লহগো তব স্নেহ-সদনে।

---

ঝুম্ ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

# যমুনা।

আজিও যমুনে বহিছ তেমনি,
কি সুখ-বিলাস-আশে!
—ফুল্ল মধুর হাসে—
পেয়েছ কি সেই পুলিন-বিহারী,
প্রেম-হৃদয়-রাজে।

আজিও কি বাজে তব ও পুলিনে,
সে মোহন-বাঁশী মধুর নিস্বনে;
জান যদি তবে কহলো যমুনে,
পাব কি হৃদি-বিলাসে!

আজিও কি সেই গোপবালাকুল,
পিয়াস বহুলে অবশ আকুল,
আসে কি এ তটে ত্যজি নিজকুল,
ঠেলি পায়ে লোক লাজে?

শুকায়ে গিয়েছে সে আশা-মুকুল,
হেরিবে এ তটে গোপিনী প্রতুল
বেষ্টিত, মুরারী-হিয়ার হৈম-ফুল,
সে সুখ-বিহার-রাসে।

শান্তি।

তাই কি যমুনে এত বিষাদিনী,
পুণ্য-বারি-ধারা পিযূষ-বাহিনী ?
আসেনা এ তটে রাই সোহাগিনী,
সুখ-সুমধুর-হাসে ?

সম দুখী মোরা ওইলো যমুনে,
বহে বারি-ধারা উভয় নয়নে,
আয় কেঁদে দেখি আকুল পরাণে,
আসে কি পুলিন-পাশে ?

---

জয়জয়ন্তি মল্লার—একতালা।

# রূপবিলাস।

ডুবিয়ে দে' তোর রূপ-সাগরে।
ঘুচাতে আশা-মোহ-ছলনা,
পান করি এ প্রাণ ভরে।

জগত ভরা রূপের শোভা,
কুসুম হাসে রূপের হাসে ;
নীল আকাশে রূপের ভাতি,
কোকিল ভাষে রূপের ভাষে !
বসন্ত-ভ্রমরা-বঁধু, রূপের মধু
খুঁজ্‌ছে ঘু'রে।

রূপের খনি প্রেমের পরাণ,
ভাস্‌ছে রূপের স্মৃতি-নীরে,
রূপের শোভা আঁখির বারি,
শিশুর হাসি বদন জুড়ে ;
দে'মা প্রাণে রূপের ভাষা,
রূপের গীতি শান্ত সুরে।

---

শরজ—একতালা।

# হৃদয়-কুঞ্জ।

এসগো দেবতা হৃদয়-কুঞ্জে,
মুখরি' মধুকর-গুঞ্জে।

বিকাশি' অরুণ-কিরণ সুহাসে,
মলয় সমীরণ মৃদুল পরশে,
জাগায়ে অলস হৃদয় মানসে,
তব, প্রীতি-শীতল স্নেহ মুঞ্জে;

মুগ্ধ মধুকর ছুটায়ে রঙ্গে,
শান্ত করি চির বাসনা-ভঙ্গে,
অর্দ্ধ মুকুলিত কুসুম-অঙ্গে,
শান্তি-শিশির ঢালি পুঞ্জে।

বসন্ত-চির-মধু-পুলক-ছন্দে,
নন্দন-বিলাসি ললিত গন্ধে
ধৌত কর চির বাসনা মন্দে,
যেন, হৃদয় সুখে প্রেম ভুঞ্জে।

---

যোগীয়া ললিত—কাওয়ালি।

## স্পর্শ-পুলক।

শান্তিময় তব প্রেমকণা পরশে,
যেনগো যাই ভুলি অসীম দুখাবলী,
বাসনা রহেনা হৃদয়-আবাসে।

মম হৃদয়-মরুভূমে বহে সুখ-স্রোত,
বিষয়-দহন দহেনা প্রাণে তত,
সুখে দুখে যেন রহেনা ভেদাভেদ,
পরাণ হাসে প্রেম-আবেশ-হরষে।

মম অন্ধ নয়নে হেরি ভুবন সুধাময়,
বান্ধব ভাবে তোষে হৃদয়ে রিপুচয়,
তোমাতে ডুবে সবই হেরিগো আমিময়,
সুধা-বারিদ কত সুধা বা বরষে।
মিনতি তব পাশে হে করুণা-বিধান,
শ্রীপদ নাহি ভুলি ক'র হে এ বিধান,
সুখে দুখে যেন তোমাতে থাকে পরাণ,
হৃদে না দহে যেন কলুষ-হুতাশে।

---

বেহাগ—ঠুংরী।

## পুণ্য-সলিলা।

পুণ্য-সলিলে! পুণ্য সলিলে
নিয়ে যা'গো মোরে ভাষিয়ে।
দেখি, পেয়ে তব নীর, অতল গভীর
যায় কি কালিমা ঘুচিয়ে।

তুমি পাতকী তরাতে পাপ-আতঙ্কে
কলুষ মাখ গো অঙ্গে,
তুমি বাছনা মলিন কিবা জ্ঞানহীন,
কোলে লহ টেনে তুলিয়ে।

পীযূষের ধারা ঢেলে দিয়ে ধারে,
চলিছ আপন প্রাণে,
আরো, বলে "ওরে পাপী কেকে তোরা যাবি"
ভীম কুলু রবে মাতিয়ে।

কত আনন্দে সাগর-সঙ্গে,
মিশিতে চলিছ রঙ্গে,
তথা ধে'য়ে কেন যাও, যাও ওগো বলে যাও,
হাসায়ে জগতে, হাসিয়ে।

---

ঝিঁঝিট—জলদ্ কাওয়ালি।

## নিবেদন।

কে জানে বল দুখীর দুখ জগজ্জননী!
নিজ কথার প্রতিধ্বনি নিজেই শুনি।

কেঁদে বেড়াই পথে পথে,
কারেও দেখিনা সাথে,
কিন্তু, প্রাণ গেল পর-সেবাতে,
দীন-পালিনী।

সবেই মা সুখের ভাগী,
আমিই কেবল দুখ ভুগি,
সকলই বুঝেছি এবে
আগে বুঝিনি।

তাই দুখ মা জানাই তোরে,
রাখিতে বিপদ ঘোরে,
আশা দে' হীন সন্তানে,
প্রিয়-ভাষিণী।

---

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

# মায়া।

যবে তোমারি করুণা স্নেহ ভাবি হৃদে,
চাহি জুড়াইতে যাতনা।
তখন মিথ্যা জগতের মিথ্যা আশা কত,
গড়ে গো নবীন ভাবনা।

তুচ্ছ করি যাহে ভুলেছি যতনে,
ভুলে যার পানে চাহিনি নয়নে,
আমার কিদোষে তখন মরমে উজলি,
আসি তারা করে তাড়ণা।

কত ভালবাসা বান্ধবের হাসি,
কত অতীতের সুখ-স্নেহ-রাশি,
মুছে গেছে কিবা মিশেছে আঁধারে
তবু যে গেলনা ছলনা!

কহগো বিধাতা এ কেমন কথা,
বাঁধন যাতনা তব নাম যথা,
ভবে গা'ব কা'র গীতি জুড়াইতে ব্যথা,
ভুলিব কেমনে বেদনা?

---

ঝিঁঝিট—একতালা।

# কোথা।

কোথা হৃদয়-গগন-ইন্দু।
কবে, নেহারি তোমায় উছলিবে হায়!
প্রেম-সোহাগ-সিন্ধু!

তব প্রেম-ভিখারী আমি,
হেরিয়ে অকুল হয়েছি আকুল,
সান্ত্বনা সুধু তুমি,
তুমি দীন-মরমে আশা, সুখে মধুর ভাষা,
তুমি স্থূল, জগত-জীবন,
তুমি সূক্ষ্ম পরম বিন্দু।

কর, শান্ত আবিল হৃদে,
পন্থা বিরহে, শান্তি কি রহে
বিভল প্রতি পদে;
তব স্নিগ্ধ করুণা-কিরণে, তোষ আকুল জীবনে,
তুমি মঙ্গল-দাতা, মৰ্দ্দক, ধাতা,
বিশ্ব-বাঁধন-তন্তু।

---

কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে—সুর।

## ঔদাস্য।

আপন প্রাণে আপ্‌নি বেড়াই
কা'রো ধারই ধারিনা।
শূন্য প্রাণে বেড়াই তবু,
কা'রো পানে চাই না।

প্রাণের কথা প্রাণেই থাকে
কা'রো কাছে বলিনা,
কত লোকে কত বলে
শুনেও তা' শুনিনা।

ভালবাসা বড় জ্বালা,
কত আশা-ছলনা,
শুধু, পর-হৃদয়-তোষণ,
চির-হৃদয়-যাতনা।

যে ধার ধেরে পরে পা'ব
সে ধারই যে ধারিনা,
বৃথা কি পরে ধারিব,
সহিবারে তাড়ণা।

---

সিন্ধুকাফি—ঝাঁপতাল।

# জগজ্জননী।

তুই কি আমার সেই জননী।
যে জগত-জীব-জীবনী।

যে, ঘুরে জীবের পাছে পাছে
রক্ষা করে জগৎ খানি,
যে, দুর্গম-দুখ-সঙ্কুলে,
হতাশ-প্রাণ-তোষিণী।

যে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
বিপন্ন-দুখ-নাশিনী,
যে, পাপ-বিদগধ-চিতে,
শান্তি-কুশল-দায়িনী।

যে, মায়াতে ঘুরাচ্ছে জগৎ
কোল খানা যার মায়ার খনি,
যাঁর, কোলে চ'ড়ে আসতে যেতে
ভু'লে চাইনি চরণ খানি।

---

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

## অন্বেষণ।

জানিনা, কোথা আমার যে'তে হবে!
কা'র আশায় ঘুর্‌ছি হেথা,
কে আমার সঙ্গী ভবে!

কা'র সাথে এসেছিলেম,
কেন বা প'ড়ে রইলেম,
আঁধারে পথ হারালেম,
খুঁজে পথ পা'ব কবে!

কত লোক যাচ্ছে চলে,
খুঁজলে কেউ দেয়না ব'লে,
বল্লেও মন চলে না,
নিরাশায় যাইগো ডুবে!

কি হ'বে কোথা যাব,
কেমনে সে পথ পাব,
চলতে যা'য় নাই যাতনা,
দু'দিনে পথ ফুরাবে।

---

যমুনে এই কি তুমি—সুর।

# ভ্রান্ত।

তোরে এমন বুদ্ধি কেবা দিল ?
সুখের সাগর ভুলাইয়ে,
দুখের কূপে কে ডুবাল !

তুই কর্‌লি যত কাজ,
লাভের ঘরে শুধুই ফাকি, আন্‌লি ডেকে লাজ,
এখন হতাশ হ'য়ে আছিস বসে,
সুখের আশা সব ফুরাল !

কত বাহাদুরী তোর,
দশের মাঝে একজনা তুই, তাই ভেবে বিভোর,
একবার দেখ্‌না চেয়ে ঊর্দ্ধদিকে,
কোন্‌ দেশে তোর বাসা ছিল।

পেয়ে বাসনার পুঁজী,
ব্যবসা ক'রে তাই বাড়ায়ে, কর্‌লি যা' রুজি,
একবার দেখনা খুঁজে, প্রাণের কাছে,
এ লাভে তোর কি লাভ হ'ল !

---

বাউল সুর—গড়খেমটা।

# কবে।

কবে দিবে গো প্রভু হৃদয়ে আঁকিয়ে
শান্ত তোমারি কান্তি !
আমি ডুবে যা'ব তাঁরি-স্মৃতি-সুধা-নীরে,
ধু'য়ে মু'ছে মোহ ভ্রান্তি।

তব সাম্য-মধুর-মধু-মুখরিত স্নিগ্ধ-ললিত-মন্দ্রে,
বরষিবে সুখ-সান্ত্বনা-রাশি দিগ্ধ-হৃদয়-যন্ত্রে,
দীক্ষিত মোরে করিবে গো প্রভু, ভক্তি-সরস-মন্ত্রে,
আমি ভুলিব এদেশ শ্রান্তি !

তব, চান্দ্র-শিশির-শান্ত-মলয়ে দগ্ধ-হৃদয়-কুঞ্জে
কুসুম-নিকর ফুটিবে, তব চির-ভ্রমর-গুঞ্জে
মর্ম্ম-পীড়িত দুর্গতি-আশা আবার জাগিবে পুঞ্জে,
আমি পাব গো হৃদয়ে শান্তি।

বৈভব-সুখ-মঞ্জুল-জন-বেষ্টিত-গৃহ-অঙ্গ,
হবে, শান্তি-বরষি সুখ-সমাধির চির-বিনত-সঙ্গ,
পুণ্য-পূরিত স্বরগ-সোপান হবে গো জীবন-ভঙ্গ,
তুমি ঘুচাবে দুরিত-ক্লান্তি।

---

বন্দি তোমায় ভারত জননী—সুর।

## নির্ভর।

সাধিতে তোমারি কি যে বাসনা
এনেছ হেথা নাথ বুঝিনা বুঝিনা!

চাহি' আছি পথে কি ভাবি মনে,
হতাশ-আশা-ছবি জাগিছে নয়নে ;
রহে কি কেহ চির-নিরাশ-ছলনে,
কি শুভ কাজ ইথে সাধিছ জানিনা।

শুভ-আশীষ-আশে ধরেছি তব কাজ,
জানিনা ছিল তাহে লুকান দুখ লাজ,
গড়েছি দুখ-দাহ সমাজ-লোক-হাস,
পুন সে হতাশে সহিছি যাতনা!

সপিনু প্রাণ মন হৃদয় বিভু গো,
তোমারি চরণে সকলি তোমরি ত ;
ডাকিবে যে দিকে ধরিয়া সে পথ,
যা' দিবে সহি' ল'ব স্নেহ কি তাড়ণা।

---

মিশ্র—কাওয়ালি।

# পরিদেবনা।

তুমি পারনা কি গো দেবতা, মুছাতে হৃদি-কালিমা
আমি কুড়ায়ে এনেছি শুধু হৃদয়-ভরা বেদনা।

আমি করি আপন-বঞ্চন, করেছি পর-রঞ্জন,
—আমি পরকে আপন আপন ভেবে—
এখন হতাশে ভুলেছি প্রভু তোমারি মধু-মহিমা।

আমি বৃথা বিষয়-মোহ-ছলে, অমিয়ে গরল ঢেলে,
—আমি বহিয়া এনেছি দুখ—
এখন তরী-হীন এ খে'য়া ঘাটে বসে করিছি ভাবনা।

তাই, ভাসি' বেদনা-আঁখি-জলে, বসেছি ভব-নদী-কূলে,
—কৃপা-সাগর-পানে চে'য়ে আছি—
যদি, কূল ভেঙ্গে ঐ স্রোতে পড়ে, হেরি সাগর-প্রতিমা।

---

তমাল পাশে কনকলতা—সুর।

## বিধাতা।

তুমি না ডাকিলে প্রভু গো আমার
দীন জনে কেবা ডাকিবে!
আমি শোকে দুখে যবে হই গো আতুর,
কেবা টেঁনে কোলে তুলিবে!

যবে, বৃথা কথা দিয়ে ঢাকি তব কথা,
বৃথা চিন্তা করি' ডাকি' আনি ব্যথা,
আমি, তব মহিমায় মাখিয়া কালিমা
ডুবিগো কলুষ-তিমিরে;

যদি, তখনই গো তুমি নাহি ডাক স্নেহে,
ফিরায়ে না আন আলোময় গেহে,
তবে কার আশা করে আছি গো এদেশে
কেবা মধু-গাথা কহিবে!

কেবা পাঠায়েছে এদেশ দেখিতে,
সুখ দুখ মোহ বাসনা ভুগিতে,
কা'র করুণার চন্দ্রমা-শিশিরে,
জ্ঞান-নয়ন উঠে গো ফু'টে,

যদি কেউ থাক এ জগতে ধাতা,
অন্ধ দীন হীন আতুরের পিতা,
আমি তাহারি চরণে জানালেম ব্যথা,
পার যদি কাছে রহিবে।

---

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

## দয়াময়।

শান্ত সুরভি-মাখা আশীষ-কুসুমে
তুষিছ প্রাণ মন গো।
তবু এ হৃদি মাঝে, কত কি আশা জাগে,
ভাবনা প্রাণ ভরা গো।

তুমি দিয়েছ সুখ স্নেহ গো,
—আমি চাইনি তবু দিলে গো ঢেলে—
যদি, পড়ি গো মোহ-কূপে,
টানি' যে লহ বুকে,
কত তোমারি দয়া গো!

কিছু চাহিনা স্নেহ-চরণে,
—সবই দিয়েছ প্রভু দয়াময়—
তবু, বাসনা মোহ-মাখা,
আশা ছলনা-ঢাকা,
লুকায়ে রাখ দূরে গো।

---

বিভাষ মিশ্র—কাওয়ালি।

# জিজ্ঞাসা।

মাগো    এ নিশার কি হবেনা ভোর?
আমি দেখ্‌ব না কি প্রভাত-রবি,
সুখের শান্ত-মহিমা তোর!

আমি    আশায় আশায় দিন খোয়ালেম,
শক্তি সাধ্য সব হারালেম,
আমি    যা'র জন্যে মা করি চুরি
সে-ই যে আমায় ডাকে গো চোর!

মাগো    প্রভাত কালের তারার মত,
দুঃখ ভেবেই হ'লেম হত,
আমি    খেলব পাখীর প্রভাত-খেলা,
নাই কি তেমন কপালের জোর!

আমি    দেখলাম খে'টে সবার তরে,
দুঃখ বরং উঠ্‌ল বেড়ে,
আমি    খুল্‌তে চাইলেম যা'দের বাঁধন,
তারাই বাঁধ্‌ল চরণে মোর!

---

প্রসাদী সুর—পোস্ত।

# তুমি।

প্রভু মুগ্ধ-হৃদয় চির-রঞ্জন হে।

তৃষ্ণ-নয়ন-মধু-অঞ্জন হে।

স্নেহ-পরশে অভিনিদ্রিত হৃদি-আশে

জাগ্রত করি' তোল হে,

তাই স্নেহ-প্রীতি-খেলা, হৃদয়ে হৃদয়-মেলা,

দীর্ণ-হৃদয়-দুখ-ভঞ্জন হে।

তব, চির-সরস-চারু-লোচন-সঙ্কেতে,

এই, মঙ্গল-মিলন হে;

যেন এ সুহাস-গীতি, রহে গো মরমে গাঁথি,

দগ্ধ-হৃদয়-সুখ-সিঞ্চন হে।

---

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালি।

## ভুল।

তুমি শান্ত শুদ্ধ সরল।
আমি না চিনি' অমিয় জীবন-লক্ষ্য
তু'লে খাই প্রভু গরল।

আমি, ভীত-নিরস-চিত্তে,
সহিছি নিয়ত দুখ শোক কত
ম'জে আছি বৃথা বিত্তে,
আমি, দূরে চলে যাই, নিকটে থাকিতে
স্নিগ্ধ-করুণা-অমল।

কভু, করিগো চরণ-চিন্তা,
কভু, মনে হয়, প্রভু দয়াময়,
খুঁজি গো তোমারি পন্থা,
আবার, তখনি কি ভুলে ভুলিয়ে প্রভু গো
খুজে আনি মোহ-চপল।

মোরে, দেও গো এই শিক্ষা,

যেন, তোমারি মহিমা জাগে হৃদে,

করি, তোমারি চরণ ভিক্ষা ;

তুমি থাক গো আমার ভাঙ্গা প্রাণ জু'ড়ে,

হৃদে রহে সুখ অতল।

---

মিশ্র—একতালা।

শান্তি।

## বিশ্লেষণ।

তোর সকল কর্ম্ম যাচ্ছে হ'য়ে
বিধির কথায় উঠেনা মন !
একি, হাট বাজারে যাবার মত
এখন না হয় যাবে তখন ?

সেকি, এমনি সরল এমনি সোজা,
সেকি মাথার তুচ্ছ বোঝা,
'যেন তেন প্রকারেন'
ফেলবি ঠে'লে, নাই জ্বালাতন ?

সেকি, অন্ধ খঞ্জ গরীব কাঙ্গাল
দু'ট পয়সায় করবি বিদায় ?
নয়'ক মু'টে মজুর মূর্খ
লোভের দায়ে পেছনে ধায় ;
সে নয়, দাস দাসী কি খতের গোলাম,
হুকুম দিলেই হবে হাজির,

মাসদগ্ধা কি মাহেন্দ্র-যোগ
দু'পাত খুঁজেই পাবে পাঁজির.
সে যে, রাজার রাজা সাধনার ধন,
নিত্য সত্য ভক্ত-শরণ।

এই, জগৎখানা তাঁ'রি ছবি
কর্‌বি রে তার অনুশীলন,
তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্ব
যত্নে করবিরে বিশ্লেষণ,
তবে, দেখ্‌তে পাবি হৃদয়-নিধি,
উঠ্‌বে প্রাণে প্রেমের জোয়ার,
ভক্তি-ধারা গলবে হৃদে,
বুঝ্‌বি স্নেহ মহিমা তাঁর,
ন'লে, চো'ক বেঁধে বৃথা হাতিয়ে
মরবি, বিফল হবে জনম।

---

বিভাষ মিশ্র—ঝাঁপ।

## অসময়ে।

অসময়ে কেন তবে সে মূরতি দেখালে ?
না দেখিতে আঁখি ভরি কেন স্নেহে ডুবালে ?

আমিত চাহিনি প্রভু, তুমিই ডাকিয়া মোরে.
ভাঙ্গিলে স্মৃতির মোহ দেখাইলে ঘুম-ঘোরে,
অমনি উঠি' চমকি,
ফিরিয়া চাহিয়া দেখি,
রয়েছে কঠিন বাঁধা চরণ যুগলে !

সেই দিন ভেঙ্গেছি গো হৃদয়ের আশা-রাশি,
দিয়েছি সুদূরে ফেলে প্রমোদ-মধুর-হাসি,
চাহি' আছি পর-পারে,
জানিনা সে কত দূরে,
কত দিনে ডুবিব সে সোহাগ-সলিলে !

তুমিত জানিতে প্রভু কি কর কিসের লাগি',
সংসার-সুখ-স্বপনে কেন প্রাণ রহে জাগি',
কা'র আশা-নিপীড়নে,
কোন্ মাধুরী-মিলনে,
জুড়াবে পরাণ কিবা দহিবে দুখ-অনলে ?

---

ভৈরবী—কাওয়ালী।

# জননী।

সে-ই আমার জননী।

স্নেহ-মাধুরী-মাখা, সোহাগ-ঢাকা হৃদয় খানি।

হাসি যাঁ'র বদন জোরা, প্রীতি যাঁর হৃদয় ভরা,
করুণায় ছল ছল নয়ন যাঁহারি,
প্রেমে যাঁ'র ব'য়ে জোয়ার, ভক্তিতে ভাসায় ধরণী।

সঙ্গ যাঁ'র যায়না ছাড়া, যাঁ'রে কেউ হয়না হারা,
নিয়ত কাছে থে'কে তোষে যে অবনী,
শোকে দুখে আপ্‌নি ডে'কে শান্তি-মাধুরী-দায়িনী।

হাসায়ে আপ্‌নি হে'সে, আঁখি-জল নেয় যে মুছে,
ভুলা'য়ে দেয় বেদনা হৃদে আবরি,
যাঁ'র পরশে হৃদাকাশে, ফোটে প্রেমের দিনমণি।

প্রেমে যাঁ'র নাই তুলনা, স্নেহে যাঁ'র নাই ছলনা,
কবে তাঁ'র চরণ তলে লুটাব আমি,
বিপদে পাছ থে'কে যাঁ'র শুনি সরস অভয়-বাণী।

---

মিশ্র—গড়খেমটা।

## সমর্পণ।

আমি	মুক্তি চাইনা তোমার কাছে।
আমায়	দেও গো প্রেমের আঁখি-বারি
ভক্তি দেও গো হৃদয়-মাঝে।

যেন	তোমার হ'য়ে সদা থাকি,
তোমাকে হৃদয়ে রাখি,
আমি	তোমার ছবি হৃদে আঁকি'
রহি তোমারি সমাজে!

যেন	তোমায় ভে'বে আপনার জন,
তোমার পায়ে ঢে'লে দেই মন,
যেন	তোমার দে'য়া ঐশ্বর্য্য ধন
সাজায় না'ক দুখের সাজে

আমার	বন্ধু স্বজন মান অভিমান,
শক্তি বুদ্ধি মহিমা জ্ঞান,
ওগো	যা' আছে মোর তোমার দে'য়া,
লাগে যেন তোমার কাজে।

---

প্রসাদী সুর—পোস্ত।

## আত্মদান।

জান্‌তে কি তোর আছে বাকী,
কেন হৃদয় রহে জাগি' !

কেন বেড়াই আঁধার পথে,
খুঁজে প্রাণের খেলার সাথী,
কা'র অভাবে দুখের বেগে,
ঝর্‌ছে আমার অন্ধ আঁখি।

যা' কিছু আছে মা প্রাণে,
রেখেছি সব তো'রি লাগি',
একবার, নে' মা তু'লে কোলের ছেলে,
তোর, কোলে বসে তোরে ডাকি।

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

# অনিত্যতা।

ক'দিন যাবে এভাবে।
ক্রমে নিয়তি-ঘোর-তিমিরে জীবন ধীরে মিশিবে।

নিমেষ হাসি' কমল-দল রবি-বিমল-কিরণে,
অমনি যথা যায় মিশে নিমেষে সর-জীবনে,
তেমতি দেহ প্রাণ যৌবন মধুর-হাসি নীরবে,
কুটিল ভব-দুখ-বিবরে পশিবে, সবই ফুরাবে।

কলকণ্ঠ সুখ-কূজনে হ'ত যে বন মুখরিত,
যা' আকুল শোক-দগধ-প্রাণ শুনি' পুলকে শিহরিত,
আজি হের দহিয়া ধূধূ কাল-প্রলয়-পাবকে,
ঘোষিছে ভব-দহন-জ্বালা, বাঁজা'য়ে ভেরী গরবে।

সুখ-পিয়াসে করিতে সদা যা' সনে ধুলি-খেলা,
নেহার আজি পরেছে গলে দুখ-গরল-মালা,
সুখ দুখ সবই চঞ্চল ভব-জীবন-আহবে,
ভাব নিয়ত গতি-বিহিত চরম-চির-বিভবে।

---

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

# ভিক্ষা।

তোষ করুণাময় ভরসা-বারি সিঞ্চনে।
দুখ-মলিন বিষয়-লীন হীন-অকিঞ্চনে।

তব, চিন্তা-বিদূরণ, সরস-সুধা-সিঞ্চন,
স্নেহ-শীতল প্রাণ-আরাম নাম, নাথ হে,
— কবে হৃদয়ে জাগিবে হে—
বহিবে নয়ন-বারি, ভাবিব বিপদ-বারি,
হাসিবে সুখে মলিন-মুখী আশা,
তব, প্রেম-পাদপ-ছায়া-শীতল করিব জীবনে।

এই, ভব বিড়ম্বণা সহেনা নাথ সহেনা,
হ'য়েছে যেন চির-জীবন-সাথী, নাথ হে,
— কেন ছাড়াতে নারি হে—
তব, প্রেম-অমিয়-সরস, পেয়ে এ পাপ-পরশ,
বিষ-বিরস করেছে মরমে,
তাহে, ভুলেছি তব ভব-বিভব নাম-পরশ-রতনে।

---

জয়জয়ন্তি মিশ্র—ঝাঁপতাল।

# মাগো।

মাগো, যতনে কে ডাকিবে মোরে।

আমার বুক ভরা দুখে আবরিয়া বুকে,

কেবা, মুছাবে দুখ-আঁখি-নীরে।

—তুই বিনে, তুই বিনে—

—এই জগত মাঝে—

আমি, খুজে খুজে আঁধার গেহে,

মাগো, ডু'বে অসার অলীক স্নেহে,

—দেখা পেলেম না পেলেম না—

স্বধু দুখের বোঝা ব'য়ে,

দুখের গীতি গে'য়ে,

প্রাণ খোয়ালেম পরের তরে।

—আঁধারে এ শূন্য জগতে—

—তোরে ভুলে থে'কে—

ওগো, কোথা তব শান্তি-সুধা,

মাগো, কিসে জুড়ায় আশার ক্ষুধা,

—জননী আমার ওজননী—

কা'র কাছে যে'য়ে,

দুখ জানাইয়ে,

শান্তি-সলিলে ডুবিব ধীরে।

—তুই বিনে তুই বিনে—

—অমন যত্ন কেবা জানে গো—

—ভালবাসতে কেবা জানে গো—

মাগো, কে আমার এই আঁখির জলে,

আপন প্রাণের ব্যথা ঢে'লে,

—জননী আমার ওজননী!—

ভালবাসা দিয়ে,

হৃদয়ে তোষিয়ে,

টে'নে ল'বে বুকে স্নেহ ভরে।

—তোর মত তোর মত—

—অমন ভালবে'সে—

—অমন আদর ক'রে—

---

কীর্ত্তন সুর—গড়খেম্‌টা।

# চির-দুঃখী।

তোর, এত বড় জগৎ মাঝে

একটী, কাঙ্গালের কি ঠাঁই হ'লনা !

আমি, যেখানে যাই সেখানে পাই

বেদনার পরে বেদনা।

আমি, শোকে দুখে ভাসি যবে নয়ন-সলিলে,

—কেউ চায়না ফিরে আমার পানে—

—আমার বেদনা কেউ দেয়না মু'ছে—

কেউ, নেয়না কোলে, আপন ব'লে

ভুলায়ে দুখ-তাড়ণা।

তোর কোলে যে আছে তা'রে জগৎ করে কোলে,

—সুখ শান্তি তা'রে শান্তি বিলায়—

—ভাষা বিলায় তা'রে স্নেহের ভাষা—

কত আদর করে এসে পরে,

পেয়ে যতন-যাতনা।

শান্তি।

তোর, স্নেহ ছাড়া হ'লেম কেন দে'মা আমায় ব'লে,

—কোন্ অপরাধে অপরাধী—

—আমি প্রাণ দিয়ে তা' শোধিব মা—

—আমার অপরাধের নাই কি ক্ষমা—

আমায় যা' করাবে তাই করিব

তোরে ছেড়ে আর র'বনা।

---

কীর্ত্তন সুর—গড়খেম্‌টা।

## দীন আশা।

আমার দীন আশাটুকু পূরাইতে যদি
জীবন বহিয়া যায় গো,
তবে, চির গরিয়সী প্রীতি-সুখ-নীরে,
কেমনে ভরসা করিব গো !

প্রভাতের রবি কর বিলাইয়া,
জাগা'য়ে বিরাট বিশ্ব,
কা'রে তু'লে দেয় কীরিট কুণ্ডল,
কা'রে করে দীন নিস্বঃ,
আমি, অলস আকুল পরাণ লইয়া,
তা'রি দিকে থাকি চাহিয়া গো।

চান্দ্র-রজনী মধুকর পাতে
চকোরে জাগায় পিয়াসে,
বিরহের দাবা কা'রে ঢে'লে দেয়,
কেহ জাগে সুখ-পরশে,
আমার, মুগ্ধ-নয়ন চাহি' থাকে যেন
হৃদয়ের কিছু হারা'য়ে গো।

শান্তি।

কি আমার প্রাণ চাহে গো দেবতা
কেন চির আশা মরমে !
কোন্ ছলনার মোহ-নিপীড়ণে,
আঁধার-কালিমা পরাণে !
তুমি, ভেঙ্গে চূ'ড়ে তাহে গড় গো আবার
যেমতি তোমার বাসনা গো।

---

মনোহরসাই—একতালা ঃ

# উৎকণ্ঠা।

দয়াল প্রভু হে প্রভু হে,

কত দিন আর সইব যাতনা ?

তোমার আশায় আশায় রইলেম বসে

এসে ত দেখা দিলেনা !

আমি, ফিরি আশা-নদী-তটে,

তোমায়, পাই যদি হে খে'য়া ঘাটে,

—যদি পার হ'য়ে কেউ যায় হে—

—তুমি মাঝী হ'য়ে করহে পার—

—তখন দেখ্‌ব তোমায় দয়াল প্রভু—

—যদি পারি চরণ ধর্‌ব তখন—

—এই তাপিত হৃদয় কর্‌ব শীতল—

তখন, কাঁদব তোমায় চরণ ধরে

দেখাব হৃদয়-বেদনা।

আমি, পথ পানে চে'য়ে থাকি,

যদি কোন মতে দেখি,

—কোন ভক্ত গেহে যে'তে হে—

শান্তি।

—দয়াল নামের মান রাখ্‌তে প্রভু—
—আমি দাড়া'ব দাড়া'ব—
—তোমার পথের মাঝে দয়াল প্রভু—
—যদি ফিরাতে পারি হে—
—তোমার স্নেহ-মাখা আঁখি-যুগল—
—এই অধম সন্তানের পানে—
তখন, দে'খে আমায় অধম কাঙ্গাল
হয় যদি তোমার করুণা।

আমি, ব'সে থাকি কর্ণ পে'তে,
কোন, ভক্তে তোমার নাম শুনাতে,
—যদি শুনিতে পাই হে—
—তোমার মধুমাখা কণ্ঠ-গীতি—
—সেই ভক্তি প্রেমের মধুর গাথা—
—একদিন গে'য়ে যে ছিলে হে—
—ভক্ত সনে আকুল প্রাণে—
—অভক্তে ভক্তি শিখাতে—
যদি, আসি পরশে শ্রবণে
ফুরাবে মোহ-ছলনা।

আমি শুনেছি অন্তরযামী
ঘটে ঘটে আছ তুমি,
—কেন শুন্‌লে না শুন্‌লে না—
—আমার বুক ভাঙ্গা এই দুখের কথা—
—এত নিকটে থাকিতে প্রভু—
—আমার আঁখির জল কি বিফল হ'ল—
—কে আর শুন্‌বে হে শুন্‌বে হে—
—তুমি যদি না শুনিলে—
তোমার নাম শু'নে এসেছি প্রভু,
ফিরায়ে দুখ দিওনা।

---

ঝিঁঝিট মিশ্র—লোফা

## আত্ম-শোধন।

কেমনে আর পাবিরে সে জন।
তুই, কর্‌লি না আত্ম-শোধন।

যদি তাঁরে আনিস্ রে ডে'কে,
তোর কি এমন আসন আছে
বসাবি তাঁকে,
তোর মলিন হৃদয়-আসন দে'খে রে,
ফিরে যাবে সে আপন ভবন।
—তোরে ঠে'লে ফে'লে—
—তোর সাধনার ধন—

কাম ক্রোধ রিপু যত,
তারা, ছিল যেমন আছে তেমন
আগেকার মত,
তুই, কোন্ ভরসায় আছিস্ ব'সে রে,
তোর মিলবে সে হৃদয়-রতন।
—সাধন ভজন বিনে—
—তাঁরে ভু'লে থে'কে—

ছাড়লি না তুই পাপের সঙ্গ,
তাঁর, চির-স্মৃতির অঙ্গরাগে
ঢাকলি না অঙ্গ,
তাঁরে, ডাকার মত দেখলি না ডেকে,
ক'দিন, থাকে হৃদয়ের বাঁধন।
—তাঁরে হৃদয় দিলে—
—তাঁরে ডাকলে পরে—

প্রাণ ভরা তোর ময়লা মাটি,
ভক্তি প্রেমের জলে ধু'য়ে
হবিরে খাটী,
তবে দেখতে পাবি হৃদয় মাঝে রে,
স্নেহের আলোক মাখা শ্রীচরণ।
—প্রাণ মাতান মন মাতান—
—প্রাণ জুড়ান মন ভুলান—

---

কীর্ত্তন—লোফা।

# নিবৃত্তি।

আমি আর যেন ফিরে না আসি
এই দুখের দেশে।
হইনা যেন বাসনার দাস,
যাইনা দুখে ভেসে।
—তুমি থাকতে প্রভু—
কত ব্যথা দিবে এবার দেও হে আমায়,
—আমি তোমায় দোষী ক'রব না নাথ—
—আমি বুক পে'তে সব সইব প্রভু—
—তবু ফুরায়ে যা'ক এই জীবনে—
—যেন ভুগ্‌তে ফিরে আর না আসি—
আমার হউক না কেন দুঃখ অশেষ,
সইব হেসে হেসে।
—তোমায় বাঁধা দিবনা—
—আমার আপন হাতে গড়া দুঃখ
সইব, তোমায় বাঁধা দিবনা—

তুমি সাজায়েছ এই মায়ার কানন,
—হেথা পাঠালে মায়ায় বাঁধলে কেন—
—তুমি আগে কি আর জান্‌তে নাহে—

—হেথা আস্‌লে দুঃখ সইতে হবে—
—তুমি জে'নে কেন ব্যথা দিলে—
—মায়ার বাঁধন ছিড়ে ফেল্‌তে নারি—
আর রইতে নারি, সইতে নারি, মরি গো হুতাশে।
—প্রাণ যায় হে প্রভু—
—আর ক'দিন ভাল লাগ্‌তে বল
যাতনায় প্রাণ যায় হে প্রভু—

কবে, তু'লে ল'বে তোমার স্নেহের বুকে,
—আমার মোহের বাঁধন ছিন্ন ক'রে—
—আমার সংসার-জ্বালা মু'ছে ফে'লে—
—আমার আঁধার প্রাণে আলোক ঢে'লে—
—আমার মোহ-নিদ্রা ভে'ঙ্গে দিয়ে—
আমি, আশায় আশায় ব'সে শেষে
ডুব্‌ব কি হুতাশে!
—আমায় তু'লে ল'বে না—
—তোমার স্নেহের কোমল করে ধ'রে
আমায় কিহে তু'লে ল'বে না—

আমার, সাধ মিটেছে এই ভবে আসার,
—আমার এদেশ আর ভাল লাগে না—

শান্তি।

—আর চাইনা হেথা থাক্‌তে প্রভু—
—এই মায়া মোহের রঙ্গ-ভূমে—
—বাসনার এই আবাস-গেহে—
—বৃথা ছলনার এই মরু-দেশে—
হেথা সুধুই দুঃখ বেদনা পাই নিরাশ-পিয়াসে।
—আর দিওনা প্রভু—
—ওগো, দেখ্‌তে এদেশ সইতে জ্বালা
আমায় ফিরে দিওনা প্রভু—

---

হরি দিনত গেল সন্ধ্যা হ'ল সুর—জলদ একতালা

## আব্দার।

বল ভু'লে কেন নাথ এ দীনে ?
দেখে বুঝি দীনে দুর্দ্দিনে !
সবে যা'রে নাথ ঘৃণা ক'রে যায়,
তুমি তা'রে স্থান দেও রাঙ্গা পায়,
—আমি সে ভরসায় ডাকিহে নাথ—
—তুমি সবে সমান ভালবাস—
—এখন সেভাব তোমার কোথা হে নাথ—
—বুঝি, হীন দেখে ভয় পে'য়েছ—
ত্রাণ করনি কি হীন জনে ?
—দীন বন্ধু দীন বন্ধু হরি—

বিপদে কপট বান্ধব যেমন,
আসেনা নিকটে করে পলায়ন ;
—তুমিও যদি তেমন হ'লে হে নাথ—
—তবে কা'র কাছে দাড়াব হে আর—
—কোথা স্থান আর পাব হে—
—কোথা আছ হে কাঙ্গালের সখা—
কে আর স্থান দিবে আপন জ্ঞানে।

শান্তি।

যদি সম্পদ দেখায়ে পর-দেশে নিয়া,
বিপদ-সঙ্কুলে দেয় ফেলাইয়া,
—তবে ত'ার যে দশা হয় দীননাথ—
—যখন আপন বল্‌তে কেউ থাকেনা —
—যখন বান্ধব কেউ থাকেনা হে—
—কোথা আছ অনাথ-শরণ—
কেন তেমন বিধান এই দীনে।
—দীনবন্ধু দীনবন্ধু হরি—

বলিনাক' দিতে বান্ধব-স্বজন,
অথবা বিপুল বিষয়-রতন,
—কেবল চাইহে তোমার চরণ খানি—
—যা' জগৎ জনার মাথার মণি—
—যা' পেলে বাসনা থাকে না—
—যা'তে প্রাণের ম'লা যায় হে মু'ছে—
—কোথা আছ হে অনাথের বন্ধু—
—চরণ দেও হে দীনে দয়া করে—
তরিতে ভব-বন্ধনে।
—দীনবন্ধু দীনবন্ধু হরি—

---

কীর্ত্তন—গড়খেম্‌টা।

# দুর্গতি।

বিফলে গেল গো জীবন বহিয়া।
কত রহিব পথ চাহিয়া।
এত দিন গেল তবু এ'ল না হে কেহ,
দেখা'তে তব মূরতি কোথা তব গেহ,
—তবে ফিরে যাব ? —( আমি )
—তোমার দয়ার সাগর পারে এসে
আমি কি হে ফিরে যাব ?—
—কেউ কি যায় হে—
—সেই অমিয় সাগর-পারে এসে ফিরে যায় হে—
—তা'ত হবেনা হবেনা—(ফিরে যাওয়া )—
—তুমি রাখ বা না রাখ প্রভু,
ফিরে যাওয়া হবেনা—
রহিব চরণ ধরিয়া।

বিষয়-আলসে প্রভু ভুলি' তব স্নেহ,
ডাকিয়া এনেছি কত শোক তাপ মোহ,
—আমি ডুবে গেছি—( প্রভু )
—চির অন্ধকার মোহ-কূপে
তোমায় ভু'লে ডুবে গে'ছি—

শান্তি।

—তু'লে নিলে না—( আমায় )
—বুক ভেঙ্গে গেল দুঃখ তাপে
আমায় তু'লে নিলে না—
—আমি ভু'লে গেছি—( প্রভু )
—তাই, দুঃখ আমার গেলনা নাথ
আপনার জন হারায়েছি—
রাখ আমায় স্নেহে বেড়িয়া।

কেহ না ডাকিল আমায় কেহ না কহিল,
তোমার অমিয়-কথা ভাল না বাসিল,
—কেউ জানেনা—( এদেশের )
—ভালবাসিতে প্রাণে তোষিতে
এদেশের কেউ জানেনা—
—তা'রা চায় হে—( প্রভু )
—তোমায় দূরে রে'খে তা'দের ভাবা,
তা'রা সুধু চায় হে—
—তা'রা নিয়ে যায়—( আমায় )
—পথ ভুলায়ে অন্য পথে
তা'রা আমায় নিয়ে যায়—
তব স্নেহ-স্মৃতি মুছিয়া।

---

মনোহরসাই—একতালা।

# নির্ভর।

তুমি যদি রাখ্‌তে নার
আমি ডুব্‌ব তাহে নাই ভাবনা।
হউক না কেন যতই দুঃখ,
সন্তাপ শোক-তাড়ণা।

তোমার, নাম নিয়ে ভাসায়ে ছিলেম,
এই, ক্ষুদ্র জীবন-তরী,
—ঐ আকুল তরঙ্গ মাঝে—
—কুল পাব ব'লে হে দয়াময়—
—তোমার ইচ্ছা হ'লে দেও ডুবায়ে—
তোমার যা' মনে লয় তাই কর নাথ,
দিবনা তোমায় বেদনা।

তোমায় ব্যথা দিয়ে চাইনা আমি,
সুখের ক্ষুদ্র কণা,
—তোমার সুখেই আমার হৃদয়েয় সুখ—
—তোমায় ভালবাস্‌তে ভালবাসি—
—তুমি আমায় ভালবেস'না নাথ—
তুমি থে'ক দূরে আমায় ছেড়ে
নামটী ভুলায়ে দিওনা।

---

কীর্ত্তন—গড়খেম্‌টা।

## অপরাধী।

আমি  নিজে অপরাধী তবু গো অপরে
গাহিয়া বেড়াই মন্দ।
আমি  যাই গো চলিয়া দূরে ফেলি তব,
মধুর  সোহাগ-ছন্দ।

আমি  পরকে বিলায়ে দেই গো অমিয়
দেইনা আপন মুখে,
পর-দুখ-দাহ লই গো যাচিয়া,
নাহি দুখ নিজ দুখে,
আমি  পরকে দেখাই আলোকের রাশি,
আপনার বেলা অন্ধ।

আমি  যতনে সাজাই পর-গেহ-বাটী,
নিজে রহি কুড়ে বাঁধিয়া,
সবারে হাসাই মধু-গীতি গাহি',
আপনি মরি গো কাঁদিয়া,
আমি  খু'লে দেই পরে তব শুভ পথ,
করি, আপনার পথ বন্ধ।

আমি যশ-পিয়াসায় সবারি নিকটে,
রহি গো আপন লুকায়ে,
চরম নিমেষে আশীষ চাহিব,
কি কহি' তোমারে বুঝায়ে,
তাই, থাকিতে সময় কর গো শাসন
দিয়ে সমুচিত দণ্ড।

---

মনোহরসাই মিশ্র—জলদ একতালা।

## তাঁরই।

তাঁরে ডাকৃতে আবার দিন কি রাতি
ভোর কি দুপুর লাগ্‌বে কিসে।
তুই তাঁরি স্নেহে তাঁরি গেহে
প্রাণের সুখে আছিস ব'সে।

সে যে তোরে আপন ভেবে,
সকলি তাঁর তোরে স'পে,
টেনে নিয়ে স্নেহের বুকে,
তোর ভাবনা ভাবেন ব'সে।

তাঁরি পাখী প্রভাত গেয়ে,
দিচ্ছে তোরে জাগাইয়ে ;
তাঁরি প্রভার প্রভাত পেয়ে,
তাঁরি প্রেমে আছিস্ ভে'সে।

তাঁরি আকাশ তাঁরি বায়ু,
তাঁরি জীবন তাঁরি আয়ু,
তাঁরি প্রাণে ডাকৃবি তাঁরে,
ভয় ভাবনা তাঁর আদেশে।

যা' করিস সব তাঁরি কর্ম্ম,
তাঁরি গড়া ধর্ম্মাধর্ম্ম,
কেন বৃথা মরিস ঘু'রে,
অহং বুদ্ধির ভ্রান্তি দোষে।

---

বাউলের সুর—গড়খেমটা।

## তাই ভালবাসি।

আমি, তাই তোমারে ভালবাসি।
আমার, বুক ভরা বেদনার মাঝে,
দেও গো ঢেলে সুখের হাসি।

আমি, ভুলে যবে যাই আপনা,
শান্তি-সুধা স্নেহ-রাশি,
তোমার যত্ন আদর মধুর গাথা,
জাগে আমার হৃদে আসি।

আমার নিরাশ প্রাণে তুমিই এসে,
বাজাও মধুর আশার বাঁশী,
অমনি আমি সব ভু'লে যাই,
সোহাগ-শান্ত-নীরে ভাসি।

---

ভৈরবী—পোস্ত।

# কেন ভালবাসি ?

জানিনা কেন তারে ভালবাসি ।
কেন সদা তা'রি প্রাণে
পরাণ পড়িছে খসি ।
যবে, ছিল সে আঁখি-অন্তরে,
ভাবি নাই কভু অন্তরে,
কিন্তু, আজি এ হৃদি-কন্দরে,
মলয়-দিগন্ত-হাসি ।

কেন সে পরশ-আশে হৃদয় চির-আকুল,
কেন অলস নয়ন চাহে সে রূপ অতুল,
কেন এ মরম-মাঝে জাগে সে সুখ-বহুল
মধুর মধু-মূরতি, শীতল-সোহাগ-রাশি ।

কেন এ হৃদয়-কোণে জাগে স্নেহ-সাজে আসি,
মধুর মধু-নিক্কনে বাজায়ে হৃদয়-বাঁশী,
টানিলয় স্নেহ-বুকে হাসায়ে আপনি হাসি,
জানিনা, বুঝিনা, তবু হৃদয় সদা পিয়াসী ।

---

বেহাগ—আড়া ।

# প্রীতি-মাল্য।

কে আমায় পড়িয়ে দিল
প্রীতির এমন কণ্ঠ-মালা!
এযে, রাখ্‌তে নারি, ফেল্‌তে নারি,
বল গো একি হ'ল জ্বালা!

খেল্‌তে এসে আনমনে,
কেন চাইলেম আকাশ পানে,
কে যেন দেখিয়ে দিল,
মাধুরী এক ভুবন আলা!

অম্‌নি তাহে গেলাম ভু'লে,
কি ভেবে হায়! পরলাম গলে,
এখন মিলন বিরহ কত,
নিত্য নূতন ভাবের খেলা!

কত যত্ন কত সোহাগ-রাশি,
কত বিষাদ শান্ত-সুখের হাসি,
আমার, ক্ষুদ্র দীন হৃদয় মাঝে,
খেলছে কত নূতন খেলা।

---

ভৈরবী—বরণ খয়রা।

## স্মৃতি-চিহ্ন।

স্বধু সে রেখে গেল চরণ-রেখা গো !
মলিন স্মৃতি-কণা বাসনা-মাখা গো !

চপলা-চঞ্চল-আলোক-রাশি-মাঝে,
নিমেষ দেখেছিনু সোহাগ-স্বখ-সাজে,
আর ত আসিল না,
আর ত হাসিল না
আর সে দিল না ত ফিরিয়া দেখা গো !

পিযূষ-প্রীতি-ধারা মধুর স্নেহ-রাশি,
পিয়াস-আকুলিত করুণ মধু-হাসি ;
সেই যে রেখে গেছে,
আঁধার হৃদি-মাঝে,
তা' ল'য়ে ব'সে আছি আঁধারে একা গো !

---

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

## সন্দিগ্ধ আশা।

তবে হেথায় ভাল কারবা লাগে,
যদি শোকে দুখে আঁখির বারি,
মোছাবার প্রাণ কেউ না থাকে ?

ব'সে যবে নিরজনে গণি দুখের ঢেউ,
আমার বুক ভরা এ দুখের ব্যথা
বুঝ্‌ত যদি কেউ,
তবে, রাখ্‌তেম তারে হৃদে পূ'রে,
ভাসাতেম প্রাণ নবীন রাগে।

গভীর নিরাশ ভেঙ্গেছে বুক সইতে পারিনা,
আর ক'দিন লাগে সইতে ভাল
আশার ছলনা ;
যদি, বিষাদ-মলিন রইল আঁখি,
ব্যথার ভাষাই হৃদে জাগে ?

---

মাঝ খাম্বাজ—খেম্‌টা।

সমাপ্ত।